গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞাপন

নথি নং-৮০.২০০.০৪৬.০০.০০.০২৩.২০১৫-২৯১ তারিখ : ৩১.০৫.২০১৫খ্রিঃ।

৩৬ তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৫

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিম্নলিখিত ক্যাডারের শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইন-এ আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক. সাধারণ ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের পদসমূহ :

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	ক্যাডার কোড	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (প্রশাসন)	১১০	সহকারী কমিশনার	২৫০	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্বীকৃত বোর্ড হতে এইচ.এস.সি পরীক্ষা পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদি শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি । তবে কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
২.	বিসিএস (আনসার)	১১৮	সহকারী পরিচালক/ সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক	১৯	- ঐ -
৩.	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১১২	সহকারী মহা-হিসাব রক্ষক	১৫	- ঐ -
৪.	বিসিএস (সমবায়)	১১৯	সহকারী নিবন্ধক	২২	- ঐ -
৫.	বিসিএস (ইকনমিক)	১২৬	সহকারী প্রধান	০৪	- ঐ -
৬.	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)	১২৪	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১	- ঐ -
৭.	বিসিএস (খাদ্য)	১১১	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০৭	-ঐ-
৮.	বিসিএস (পররাষ্ট্র)	১১৫	সহকারী সচিব	২০	- ঐ -
৯.	বিসিএস (তথ্য)	১২১	(ক) সহকারী পরিচালক/তথ্য অফিসার/ গবেষণা কর্মকর্তা/সমমানের পদ	১৭	- ঐ -
		১২২	(খ) সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)	১৭	- ঐ -
		১২৩	(গ) সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক	০৩	- ঐ -
১০.	বিসিএস (পুলিশ)	১১৭	সহকারী পুলিশ সুপার	১২০	- ঐ -

১১.	বিসিএস (ডাক)	১১৬	সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল/ সমমানের পদ	০২	- ঐ -
১২.	বিসিএস (কর)	১১৪	সহকারী কর কমিশনার	৪৩	- ঐ -
১৩.	বিসিএস (বাণিজ্য)	১২০	সহকারী নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০২	- ঐ -

সাধারণ ক্যাডারসমূহের মোট পদের সংখ্যা = ৫৪২

খ. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল পদসমূহ :

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১.	বিসিএস (কৃষি)	ক. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (কৃষি অধিদপ্তর)	২২৭	৩৯৭	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
		খ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)	২২৬	০১	ক. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১৫৮	৬২১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে (Agriculture in Soil Science) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০৯	৮০১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে কৃষি রসায়ন বিষয়ে (Agriculture in Soil Chemistry) ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০২	৮০১
					অথবা খ. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১

২.	বিসিএস (মৎস্য)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২৪০	৩২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্সসহ ডিগ্রি।	২৩১	৮৫১
৩.	বিসিএস (খাদ্য)	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/সমমানের পদ	৩৬০	০৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি।	৩১২	৯০১
৪.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	সহকারী সার্জন	৪১০	১৮৭	এম.বি.বি.এস অথবা সমমানের ডিগ্রি।	৩৯১	৭৭১
৫.	বিসিএস (তথ্য)	সহকারী বেতার প্রকৌশলী	৫৩০	১৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উক্ত বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি অথবা ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্স অথবা মাইক্রোওয়েভ-এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।	১০৪	৫২১
						৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩২৫	উপরের যে কোনো বিষয়ে
৬.	বিসিএস (পশু সম্পদ)	ক. ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/থানা লাইভস্টক অফিসার (মেট্রো)/ প্রভাষক	২৭০	৪৩	ক. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে ডি.ভি.এম. (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন) ডিগ্রিসহ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার হতে হবে। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২৩০	৮৪১
		খ. হাঁস-মুরগি উন্নয়ন কর্মকর্তা/ সহকারী হাঁস-মুরগি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ জু-অফিসার	২৮১	০৭	খ. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশুপালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২১০	৮৩১

৭.	বিসিএস (গণপূর্ত)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩১১	২৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৩১২	০৯	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/ যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩১২	৯০১
						৩২৬	উপরের যে কোনো বিষয়
৮.	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	ক. সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	৩৫৩	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/ যন্ত্রকৌশল/ পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩১২	৯০১
						৩০৩	৮৮১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩২৬	উপরের যে কোনো বিষয়
		খ. সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	৩৫২	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/যন্ত্রকৌশল/ পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩১২	৯০১
						৩০৩	৮৮১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩২৬	উপরের যে কোনো বিষয়
৯.	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩৩১	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩৩২	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২	৯০১
						৩২৬	৯০১

Advertisement

১০.	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৫৪০	১০	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান অথবা পরিসংখ্যানসহ অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগের যে কোনো শাখায় অথবা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১১৮	৩৩১
						১৫৯	৯৮১
						১৩৯	৫৫১
						১০১	৭০১
						১০৯	৭১১
						১৩৭	৭৩১
						১২১	৭১১
						১৩৮	৭২১
						১৫৭	৩৫১

প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের মোট পদ = ৭৪০

১১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) : সরকারি সাধারণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
ক. (সরকারি সাধারণ কলেজ সমূহের জন্য) **প্রভাষক**	৬১০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	২৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১০৮	১১১
		২.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৫৫	- ঐ -	১৪৮	৩৪১
		৩.	প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা)	৭০	- ঐ -	১৬৬	৫৯১

		৪.	প্রভাষক (ইংরেজি)	৩১	- ঐ -	১২০	১২১
		৫.	প্রভাষক (অর্থনীতি)	৫৪	- ঐ -	১১৮	৩৩১
		৬.	প্রভাষক (দর্শন)	৫৩	- ঐ -	১৪৬	২১১
		৭.	প্রভাষক (ইতিহাস)	৩৫	- ঐ -	১২৬	১৮১
		৮.	প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা)	১২	- ঐ -	১৩১	২০১
		৯.	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৫৯	- ঐ -	১৩০	১৯১
		১০.	প্রভাষক (সমাজ কল্যাণ)	২৯	- ঐ -	১৫৬	৩৬১
		১১.	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	৬০	- ঐ -	১৪৭	৫১১
						১০৪	৫২১
		১২.	প্রভাষক (রসায়ন)	৭৯	- ঐ -	১১৩	৫৩১
						১০৩	৫৪১
						১১০	৬০১
		১৩.	প্রভাষক (উদ্ভিদ বিদ্যা)	৫৩	- ঐ -	১১১	৫৮১
		১৪.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	১২	- ঐ -	২০১	৮০১
		১৫.	প্রভাষক (ভূগোল)	২২	- ঐ -	১২৪	৩১১
		১৬.	প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)	০৯	- ঐ -	১৪৯	১৭১
		১৭.	প্রভাষক (হিসাব বিজ্ঞান)	৫১	- ঐ -	১০১	৭০১
		১৮.	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	৭৫	- ঐ -	১৩৭	৭৩১
		১৯.	প্রভাষক (হাদিস)	০৪	- ঐ -	১২৮	৪২১
		২০.	প্রভাষক (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং)	০১	- ঐ -	১০৯	৭১১
						১২১	৭১১
		২১.	প্রভাষক (সংস্কৃত)	০৮	- ঐ -	১৫৫	১৫১
		২২.	প্রভাষক (পরিসংখ্যান)	০৯	- ঐ -	১৫৯	৯৮১
		২৩.	প্রভাষক (গণিত)	৫৪	- ঐ -	১৩৯	৫৫১
						১০৫	৫৬১
		২৪.	প্রভাষক (আরবি)	০২	- ঐ -	১০৬	১৩১
		২৫.	প্রভাষক (কম্পিউটার)	০৭	- ঐ -	১১৪	৯৭১
						৩০৪	৯৭১
						৩২৪	৯৭১
		২৬.	প্রভাষক (আরবি ও ইসলামী শিক্ষা)	০৩	- ঐ -	১০৬	১৩১
						১৩১	২০১
		২৭.	প্রভাষক (আকাঈদ)	০১	- ঐ -	১৬৯	৪৫৩

মোট = ৮৭১

১১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ঃ সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা / বি.এড/ এম.এড
খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ সমূহের জন্য **প্রভাষক**	৬২০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১০৮	১১১	ডিপ্লোমা / বি.এড/ এম.এড যে কোনো একটি

		২.	প্রভাষক (ইতিহাস)	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৬	১৮১	ঐ
		৩.	প্রভাষক (ভূগোল)	০৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৪	৩১১	ঐ
		৪.	প্রভাষক (গণিত)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গণিত বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৩৯ ১০৫	৫৫১ ৫৬১	ঐ
		৫.	প্রভাষক (ইসলামিক আইডিওলজি)	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি বা ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১০৬ ১৩১	১৩১ ২০১	ঐ
		৬.	প্রভাষক (গাইডেন্স অ্যান্ড কাউন্সিলিং)	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৯	১৭১	ঐ
		৭.	প্রভাষক (প্রফেশনাল ইথিক্স)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৬	২১১	ঐ
		৮.	প্রভাষক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৩৫	৪১১	ঐ

		৯.	প্রভাষক (বিজ্ঞান)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	বিজ্ঞান শাখার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বিষয়ের কোড	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বিষয়ের পদ সংশ্লিষ্ট বিষয় কোড	ঐ
			মোট=	**২৩**				

১২. বিসিএস (কারিগরি শিক্ষা) : টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
(টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের জন্য) **প্রভাষক**	**৬৩০**	১.	প্রভাষক (টেক/সিভিল)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমএস (টেকনিক্যাল এডুকেশন) ইঞ্জিনিয়ারিং বা এমএস ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিএড (টেক) বা বিএসসি (টেকনিক্যাল এডুকেশন) ডিগ্রি।	৩০৩	৮৮১
		২.	প্রভাষক (টেক/ইলেকট্রিক্যাল)	০১	-ঐ-	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
		৩.	প্রভাষক (টেক/মেকানিক্যাল)	০১	-ঐ-	৩১২	৯০১
			মোট=	০৪			
সর্বমোট = ৫৪২+৭৪০+৮৭১+২৩+০৪ = ২,১৮০							

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক. নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উপরোল্লিখিত যে কোনো ক্যাডারের পদের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। অলঙ্ঘনীয় প্রশাসনিক বা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

Advertisement

খ. কোনো প্রার্থীর বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ক্যাডার পদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উপরোল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য প্রকৌশল বিষয়ের ডিগ্রিধারীদেরকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সঙ্গে, মেডিকেল ডিগ্রিধারীদেরকে বিএমডিসি'র সঙ্গে এবং সাধারণ বিষয়ে ডিগ্রিধারীদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

গ. যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যে পরীক্ষায় চাহিদাকৃত শ্রেণি/বিভাগসহ পাস করলে তিনি ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল ৩৬তম বিসিএস-এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ **২৩.০৭.২০১৫** তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে দাখিল করবেন। **স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখবিহীন** কোনো **অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না**। বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূল কপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল বলে গণ্য হবে।**

২। অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :

ক. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ১৪.০৬.২০১৫ তারিখ সকাল-১০:০০ টা।

খ. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ২৩.০৭.২০১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা।

গ. আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৩.০৭.২০১৫ সন্ধ্যা ৬:০০ টার মধ্যে। শুধুমাত্র User ID **প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উক্ত সময়ের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ ২৬.০৭.২০১৫ সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত)** SMS **এর মাধ্যমে (বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে) ফি জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।**

বি.দ্র. : Applicant's Copy-তে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী (অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রার্থীদের ফি জমাদান সম্পন্ন করতে পরামর্শ দেওয়া হলো। কাজেই শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৩। বয়সসীমা : ০১ মে, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বয়স :

ক. মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩০ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৫-১৯৯৪ সর্বোচ্চ ০২-০৫-১৯৮৫ পর্যন্ত)।**

খ. মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস(স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৫-১৯৯৪ সর্বোচ্চ ০২-০৫-১৯৮৩ পর্যন্ত)**।

গ. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের জন্য শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীর বেলায় বয়স ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্মতারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৫-১৯৯৪ সর্বোচ্চ ০২-০৫-১৯৮৩ পর্যন্ত)**।

প্রার্থীর বয়স কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। **জাতীয়তা :**

ক. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী কোনো বিদেশী নাগরিককে বিবাহ করে থাকলে বা বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকলে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সরকারের অনুমতিপত্র বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৫। ক. লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোনো ব্যক্তি সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবেন।

খ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন চাকুরিরত প্রার্থীগণের মধ্যে যাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে তারা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬। **বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র :**

ক. বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র দ্রুত প্রক্রিয়ায়ণ শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে। **প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ পরবর্তীতে কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে মূল আবেদনপত্র বিপিএসসি ফরম-২ Download করে ফরম-২-এ এবং বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে জমা দিবেন।**

খ. প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিপিএসসি ফরম-২ জমা দেয়ার পর লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে Teletalk BD Ltd-এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত একটি সংক্ষিপ্ত অনলাইন ফরম (বিপিএসসি ফরম-৩) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেসবিজ্ঞপ্তি মারফত এবং BPSC Form-1-এ উল্লিখিত প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে SMS-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে পূরণকৃত উক্ত সংক্ষিপ্ত ফরম (বিপিএসসি ফরম-৩) Download করে এক কপি প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে পূরণকৃত উক্ত ফরম-৩ দাখিল করতে হবে।

৭। **অনলাইনে BPSC Form-1 পূরণ :**

প্রার্থীকে Teletalk BD Ltd-এর Web Address : http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address : www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র BPSC Form-1 পূরণ করে Online Registration কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইট ওপেন করলে ৩৬তম বিসিএস-এর Advertisement, অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশাবলি এবং Cadre Option-এর ভিত্তিতে তৈরিকৃত ৩ ক্যাটাগরি পদের জন্য নির্ধারিত Application Form (BPSC Form-1)-এর রেডিও বাটন দৃশ্যমান হবে।

Advertisement-এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে ৩৬তম বিসিএস এর বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণের বিষয়ে ১৫ পৃষ্ঠা সংবলিত বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে। অনলাইন ফরম পূরণের পূর্বে প্রার্থী উক্ত নির্দেশনা অংশটি Download করে প্রতিটি নির্দেশনা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। ক্যাডার চয়েস-এর উপর ভিত্তি করে Application Form-এর ৩টি ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন- **(1) Application Form for General Cadre, (2) Application Form for Technical Cadre/Professional Cadre (3) Application Form for General and Technical/ Professional (Both) Cadre**। প্রার্থী শুধু জেনারেল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে জেনারেল ক্যাডারের Application Form-এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে General Cadre- এর আবেদনপত্র (BPSC Form-1) দৃশ্যমান হবে। অনুরূপভাবে General and Technical/Professional ক্যাডারের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে তাকে Both Cadre-এর জন্য নির্ধারিত ৩য় রেডিও বাটনটি ক্লিক করলে নির্ধারিত Both Cadre-এর জন্য BPSC Form-1 দৃশ্যমান হবে। কাঙ্ক্ষিত BPSC Form-1 দৃশ্যমান হলে ফর্মের প্রতিটি অংশ প্রদত্ত Instruction অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। BPSC Form-1-এর ৩টি অংশ রয়েছে : Part-1 Personal Information, Part-2 Educational Qualification, Part-3 Cadre Option. Instructions for Submitting Application অংশের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং BPSC Form-1-এর প্রতিটি Field-এ প্রদত্ত তথ্য/নির্দেশনা অনুসরণ করে BPSC Form-1 পূরণ করতে হবে।

৮। ডিক্লারেশন :

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। প্রার্থী কর্তৃক BPSC Form-1-এ প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Download করে সাময়িকভাবে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত কোনোরূপ অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত প্রবেশপত্র ও প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যের সপক্ষে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২ এবং এই বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কমিশনে জমা দিতে হবে। কোনো প্রার্থী অনলাইনে BPSC Form-1-এ প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোনো ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বা আবেদন ভুলভাবে পূরণ করলে বা কোনো অযোগ্যতা বা কোনো Substantive ত্রুটি ধরা পড়লে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯। পরীক্ষার ফি প্রদান :

Online-এ আবেদনপত্র (BPSC Form-1) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্দেশনা মতে ছবি এবং Signature Upload করে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র Submit সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ Application Preview কপি দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit সম্পন্ন হলে প্রার্থী একটি User ID সহ ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant's Copy পাবেন। Preview এবং Applicant's Copy-তে প্রার্থীর ছবি ও স্বাক্ষর অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে। উক্ত Applicant's Copy প্রার্থীকে Print অথবা Download করে সংরক্ষণ করতে হবে। Applicant's কপিতে একটি User ID নম্বর দেয়া থাকবে এবং এই User ID নম্বর ব্যবহার করে Teletalk Bangladesh Ltd. কর্তৃক SMS এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো Teletalk Pre-paid Mobile নম্বরের মাধ্যমে SMS করে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার ফি ৭০০ (সাতশত) টাকা এবং প্রতিবন্ধী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত বা তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ১০০/- (একশত টাকা) জমা দিবেন এবং Admit Card Download করে Print করতে পারবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত বা তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থী না হয়ে যে সকল সাধারণ প্রার্থী উক্ত অনগ্রসর নাগরিক গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত ১০০ টাকার ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন নির্ধারিত ফি জমা না দেয়ার কারণে সে সকল প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রথম SMS : BCS <space>User ID লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS QRNTCBTP

Reply : Applicant's Name, Tk-700(100 Tk. for Physically Handicapped, Ethnic Minority Group and Third Gender Group Candidates) will be Charged as Application Fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS < Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS : BCS <space>Yes<Space>PIN লিখে send করুন 16222 নম্বরে।
Example : BCS YES 12345678

Reply : Congratulations! Applicant's Name, payment completed successfully for 36th BCS Examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx).

N.B. : For Lost Password, Please Type BCS<Space>HELP<Space>SSC Board <Space> SSC Roll<Space>SSC Year and send to 16222 ।

১০। **ছবি (Photo)** : BPSC Form-1 এর Part-1, Part-2 এবং Part-3 সাফল্যজনকভাবে পূরণ সম্পন্ন হলে Application Preview দেখা যাবে। Preview এর নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীকে (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) 300 x 300 Pixel এর কম বা বেশি নয় এবং File Size 100 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ মাপের অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা নিজের রঙিন ছবি Scan করে Upload করতে হবে। **সাদাকালো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। Applicant's Copy-তে ছবি মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। সানগ্লাসসহ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।** Home Page-এর Help Menu-তে ক্লিক করলে Photo এবং Signature সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

১১। **স্বাক্ষর (Signature)** : Application Preview-তে স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ) 300 x 80 Pixel এর কম বা বেশি নয় এবং File Size 60 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রার্থীকে এরূপ মাপের নিজের স্বাক্ষর Scan করে Upload করতে হবে। Applicant's Copy-তে স্বাক্ষর উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২। **প্রবেশপত্র (Admit Card) :**

উপরের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা হলে টেলিটক হতে প্রেরিত উত্তরে প্রদত্ত একটি User ID এবং Password ব্যবহার করে প্রার্থী তার প্রার্থিত কেন্দ্রের নিম্নোক্ত রেজিঃ নম্বরের রেঞ্জ হতে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েবসাইট থেকে Download করে সাময়িকভাবে রেজিঃ নম্বর সংবলিত Admit Card সংগ্রহ করতে পারবেন। পরবর্তীতে কোনোরূপ অযোগ্যতা ধরা পরলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রবেশপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

কেন্দ্রভিত্তিক আবেদনপত্রের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ নিম্নে প্রদান করা হলো :

কেন্দ্র	রেজিঃ নম্বরের রেঞ্জ
ক. ঢাকা	০০০০০১ - ১,৯৯,৯৯৯
খ. রাজশাহী	২,০০০০১ - ২,৯৯,৯৯৯
গ. চট্টগ্রাম	৩,০০০০১ - ৩,৯৯,৯৯৯
ঘ. খুলনা	৪,০০০০১ - ৪,৯৯,৯৯৯
ঙ. বরিশাল	৫,০০০০১ - ৫,৯৯,৯৯৯
চ. সিলেট	৬,০০০০১ - ৬,৯৯,৯৯৯
ছ. রংপুর	৭,০০,০০১ - ৭,৯৯,৯৯৯

১৩। **কোনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে কোনো একটি কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্তভাবে আবেদনপত্র দাখিল করে** Admit Card গ্রহণ করার পর উক্ত কেন্দ্রের জন্য পুনরায় Online Application Form জমা দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একই কেন্দ্রের জন্য একাধিকবার ফরম পূরণ করে একাধিক Admit Card গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ায়ণের যে কোনো স্তরে তা প্রমাণিত হলে তার সামগ্রিক প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবেন এবং উক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪। **বিপিএসসি ফরম-২ প্রাপ্তি এবং জমাদান :** শুধু প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের **www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৫ -এর জন্য নির্ধারিত বিপিএসসি ফরম-২ Download করে সংগ্রহ করবেন। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত বিপিএসসি ফরম-২ যথাযথভাবে পূরণ করে প্রার্থীগণ নিম্নোক্ত সনদ/ডকুমেন্টস সহ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে জমা দিবেন।**

১. প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত তিনকপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি বিপিএসসি ফরম-২ এর নির্দেশিত স্থানে সংযুক্ত করতে হবে।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপির স্থলে মূল মার্কশিটের সত্যায়িত কপি এ শর্তে গ্রহণ করা হবে যে, মৌখিক পরীক্ষার সময় স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মূল/সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

৩. বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। "ও" লেভেল এবং "এ" লেভেল উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণ। **উল্লেখ্য, বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ/মার্কশিট/টেস্টিমোনিয়াল-এ যদি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জিত ডিগ্রি ৩ বছর মেয়াদি হিসেবে গণ্য করা হবে।

৪. **ক. প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬/০২/০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদ অথবা ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পিতা/মাতা/ পিতামহ/মাতামহের মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের ২টি সত্যায়িত কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ সংবলিত এসএসসি বা সমমানের সনদ/এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সার্টিফিকেট/জন্মতারিখ সংবলিত প্রামাণিক দলিল এবং মুক্তিবার্তা/গেজেটের ২টি করে সত্যায়িত কপি মুক্তিযোদ্ধা সনদের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সনদের ২টি সত্যায়িত ফটোকপির উপর প্রার্থীর নাম ও রেজিঃ নম্বর, মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ এবং মুক্তিবার্তা/গেজেট নম্বর স্পষ্ট অক্ষরে হাতে লিখতে হবে।**

খ. মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী না পাওয়া গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যাগণ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিবেচিত হবেন।

গ. আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হলে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ২টি সত্যায়িত কপি।

ঘ. প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত কপি। তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীদের সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি।

৬. আবেদনপত্রের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা সনদ জমা দিতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হবে। তবে লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২-এর সাথে মুক্তিযোদ্ধা কোটার স্বপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে। উপরে **'ক'** উপানুচ্ছেদের বর্ণনামতে সকল তথ্য ও কাগজপত্রসহ উক্ত সনদের দুইটি সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক সনদপত্র মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স সাধারণ প্রার্থীদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী একজন সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

বি. দ্র. : মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী কোটায় কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/ প্রতিবন্ধী কোটার দাবি করে তার স্বপক্ষে আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সনদের মূলকপি নিয়োগের পূর্বে যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে নিয়োগ প্রদান করবেন।

৫. প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। **উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করা হবে না। তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে।**

৬. বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ১(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি।

৭. বিজ্ঞাপনের ২৩নং অনুচ্ছেদের (খ)(গ) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরি থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি।

৮. এই বিজ্ঞাপনের ১৭(ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে প্রামাণ্য সনদের সত্যায়িত কপি।

৯. এই বিজ্ঞাপনের ২৩নং অনুচ্ছেদের (ক) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি।

১০. মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের পিতা/পিতামহের/ মাতা/মাতামহের মুক্তিযোদ্ধার সনদে উল্লিখিত ঠিকানা আবেদনপত্রে (বিপিএসসি ফরম-২) উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিপিএসসি ফরম-২ অনুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দেয়া হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যে সকল প্রার্থী বিপিএসসি ফরম-২ পূরণ করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হবেন তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫। প্রাক্ চাকুরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রদান করা হবে। ওয়েবসাইট থেকে প্রাক্চাকুরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম Download করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে ৩(তিন) কপি দাখিল করতে হবে।

১৬। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে Applicant's Copy জমাদান :

বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদের নির্দেশমতে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থী তার ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত Applicant's Copy Download করে প্রিন্ট কপি করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy-এর একটি কপি প্রার্থী তার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং ৩টি কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্মের সঙ্গে প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দিন উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১৭। ক. যে ক্যাডার বা যে সকল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক সে ক্যাডার বা সে সকল ক্যাডারের কোড নম্বর পছন্দের ক্রমানুযায়ী অবশ্যই (BPSC Form-1) অনলাইনে আবেদনপত্রের Part-3-Cadre Option-এর ঘরে উল্লেখ করতে হবে । **আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) ক্যাডার অপশনের ঘরে ক্যাডার/ক্যাডার পদের যে পছন্দের উল্লেখ করা হবে, ফি জমাদান শেষে আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে দাখিল করার পর তা আর পরিবর্তন করা যাবে না এবং নতুন কোনো ক্যাডার/ক্যাডার পদের নামও যোগ করা যাবে না।** প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে Download করে সংগৃহীত বিপিএসসি ফরম-২ এর ১৪নং অনুচ্ছেদে একই ক্রমানুযায়ী ক্যাডার পছন্দ প্রদান করতে হবে। **প্রার্থীকে নিজের সুবিধার্থে BPSC Form-1-এ উল্লিখিত চাকুরির পছন্দক্রমের** (Applicant's Copy-এর) একটি কপি **সযত্নে সংরক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। অনলাইন আবেদনপত্র** (BPSC Form-1)**-এর প্রথম অংশের স্থায়ী ঠিকানার (Permanent Address) District-এর ঘরে এবং পরবর্তীতে বিপিএসসি ফরম-২ এর স্থায়ী ঠিকানার (Permanent Address) নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলা এক ও অভিন্ন হতে হবে এবং উক্ত জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে চাকুরিতে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।** BPSC Form-1**এবং পরবর্তীতে প্রদত্ত** বিপিএসসি ফরম-২-এ প্রদত্ত তথ্যে গরমিল থাকলে BPSC Form-1 এর তথ্য সঠিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ. BPSC Form-1এবং বিপিএসসি ফরম-২-এ প্রদত্ত তথ্য এক ও অভিন্ন হতে হবে। BPSC Form-1 এবং বিপিএসসি ফরম-২-এর তথ্যের মধ্যে গরমিল হলে প্রার্থী কর্তৃক BPSC Form-1-এ প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। BPSC Form-1-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

গ. BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটায় প্রার্থিতা দাবি করে পরবর্তীতে কোটার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ থাকবে না, অর্থাৎ উক্ত প্রার্থী BPSC Form-1-এ উল্লিখিত কোটার প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন। কোনো প্রার্থী কোটার প্রার্থিতার স্বপক্ষে যাচিত সনদ লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২-এর সাথে প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে তবে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বয়স থাকলে তিনি সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ঘ. অনলাইনে পূরণকৃত BPSC Form-1-এ মুক্তিযোদ্ধা/মহিলা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থিতা দাবি না করলে পরবর্তীতে নতুন করে কোনো কোটার প্রার্থিতা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঙ. BPSC Form-1- এ নাম, রেজিঃ নম্বর, জন্মতারিখ ও অন্য কোনোরূপ Substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। Substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

চ. BPSC Form-1-এ স্থায়ী ঠিকানায় প্রার্থী কর্তৃক উল্লিখিত জেলার প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থাৎ ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র(BPSC Form-1) জমাদানের পর সংগতকারণে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্তন হলেও BPSC Form-1-এ উল্লিখিত স্থায়ী জেলার ভিত্তিতেই প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ছ. প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা **(Permanent Address)** যদি ইত:পূর্বে কোনো সার্টিফিকেটে বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্নতর হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত বিপিএসসি ফরম-২ এর সঙ্গে জমা দিতে হবে।

১৮। প্রার্থীকে ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত প্রেসক্রাইব্ড অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করে জমা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্বে মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকযোগে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

১৯। প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) এবং পরবর্তীতে বিপিএসসি ফরম-২ তে হুবহু সেভাবে লিখতে হবে।

২০। **যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (Substantively Incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে।**

২১। **মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র/অপসারণপত্র বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সনদ/প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি এবং সত্যায়িত ফটোকপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে । অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২২। যেসব প্রার্থী ১৪মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নং এসআরও ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (Backward Section of Citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত তারা উপরের বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৭০০.০০(সাতশত) টাকা ফি-এর পরিবর্তে ১০০.০০(একশত) টাকা ফি জমা দিতে পারবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

২৩। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তি/ছাড়পত্র :**

ক. প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের জন্য যথাসময়ে প্রাপ্ত বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে সংযুক্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্রের ফর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণ করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে হবে। **সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

খ. চাকুরি হতে অপসারিত (Removed) হয়েছেন অথবা চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তাদের বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার পূর্বে বিপিএসসি ফরম-২-এর সঙ্গে চাকুরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

গ. কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র (বিপিএসসি ফরম-২) জমাদানের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকুরিতে যোগদান করলে বা চাকুরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকুরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৪। প্রিলিমিনারি টেস্ট : ৩৬তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ, সময় ও আসনব্যবস্থা যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ক. প্রার্থীদেরকে ২০০(দুইশত) নম্বরের একটি লিখিত Multiple Choice Question (MCQ) Type প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া হবে ২(দুই) ঘণ্টা। Optical Mark Readable Double Lithocode এবং Barcode যুক্ত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

খ. এই পরীক্ষায় মোট ২০০(দুইশত) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা হবে।

গ. উত্তরপত্রে রেজিঃ নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

ঘ. প্রিলিমিনারি টেস্টের MCQ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনঃপরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ঙ. প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে কোনোভাবেই প্রদর্শন করা হবে না এবং উক্ত টেস্টের নম্বর কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

চ. প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	**২০০**

ছ. প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের Website-এ পাওয়া যাবে।

জ. যে সকল প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের বিপিএসসি ফরম-২ সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৩৬তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন । **প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিপিএসসি ফরম-২ জমা দিবেন না সে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।**

২৫। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিষয়সমূহ ও নম্বর বণ্টন : মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

১. সাধারণ ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

২. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	১০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ Type ৫০ টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী মানসিক দক্ষতা বিষয়ের প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)	১০০
চ.	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট =	১১০০

বি. দ্র. : যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত উপরের ২(চ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক" একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

Advertisement

২৬। লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :

২০১৪ সালে প্রণীত বিসিএস-এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এবং পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস কমিশনের **www.bpsc.gov.bd** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের আবশ্যিক এবং পদ-সংশ্লিষ্ট (Post Related) বিষয়ের সিলেবাস ডাউনলোড করতে পারবেন।

২৭। **লিখিত পরীক্ষার সময়, মানবণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর :**

ক. ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা এবং ১০০ (একশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা।

খ. প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক।

গ. লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

ঘ. মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ৫০%। **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।**

ঙ. সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি ক্যাডার এবং শুধু কারিগরি ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

চ. উত্তরপত্রে রেজি: নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২৮। **অনলাইনে সাক্ষাৎকারপত্র প্রাপ্তি :**

মৌখিক পরীক্ষার জন্য কমিশন হতে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৩৬তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের (**www.bpsc.gov.bd**) ওয়েবসাইটে যথাসময়ে Upload করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৩৬তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রার্থী Download করে সংগ্রহ করবেন। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ৩৬তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজি: নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ১নং অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী স্বহস্তে লিখবেন। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারপত্রসহ প্রার্থী সরকারী কর্ম কমিশনের আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত না হলে কারণ যাই হোক না কেন, উক্ত প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।

২৯। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :

ক. লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে সেগুলো প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

খ. মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপন থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

৩০। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা :**

কমিশন কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
(১)	বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস(আনসার) ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫'. ৪" (১৬২.৫৬ সেঃ মিঃ)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
(২)	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য :	(১) পুরুষ প্রার্থী :	৫' (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কেজি)
		(২) মহিলা প্রার্থী :	৪'. ১০" (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩১। **লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা :**

বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি–এর যে কোনো একটিতে লিখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

৩২। **পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ :**

অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) Part-1এর Personal Information-এ Exam centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষা **ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর** কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোনো কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৩৩। এই বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি আবেদনপত্র (BPSC Form-1 এবং বিপিএসসি ফরম-২)-এর কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। **তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে।**

৩৪। ক. পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

খ. প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিঃ নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৫। **লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রদান :**

প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে তা প্রদর্শন করা হবে না। চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোনো প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ণ (Process) শেষে কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

৩৬। **মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :**

(১) কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা **পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলে বা পরীক্ষার হলে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।**

(২) ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং উক্ত প্রার্থীকে সার্ভিসে নিয়োগের পর এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

Advertisement

৩৭। **৩৫ তম বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে সুপারিশ প্রদান ঃ**

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদস্বল্পতার কারণে ৩৬তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যে সকল প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন না সে সকল প্রার্থীর মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১০-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত "নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০" এবং ১৬/০৬/২০১৪ তারিখে জারিকৃত উক্ত বিধিমালার সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ চাকুরি প্রদানের কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবে না; সরকারের নিকট হতে শূন্য পদের প্রাপ্যতা এবং প্রার্থীর একাডেমিক উপযুক্ততার উপর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ নির্ভর করবে। সরকারের নিকট হতে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগের অনুরোধ পাওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র কমিশনে প্রাপ্তির তারিখের ক্রম ও সংখ্যা অনুসারে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে।

৩৮। **বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।**

[শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে সময় নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিজে অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) ফরম পূরণ করুন এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ফি সহ জমাদান সম্পন্ন করুন]

(আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক(ক্যাডার)।

[পড়াশুনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন;

চাকুরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ তদ্‌বির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে]